কৃমি দমনে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত কৃমির ঔষধ খাওয়ান

কলিজা কৃমির জীবনচক্র

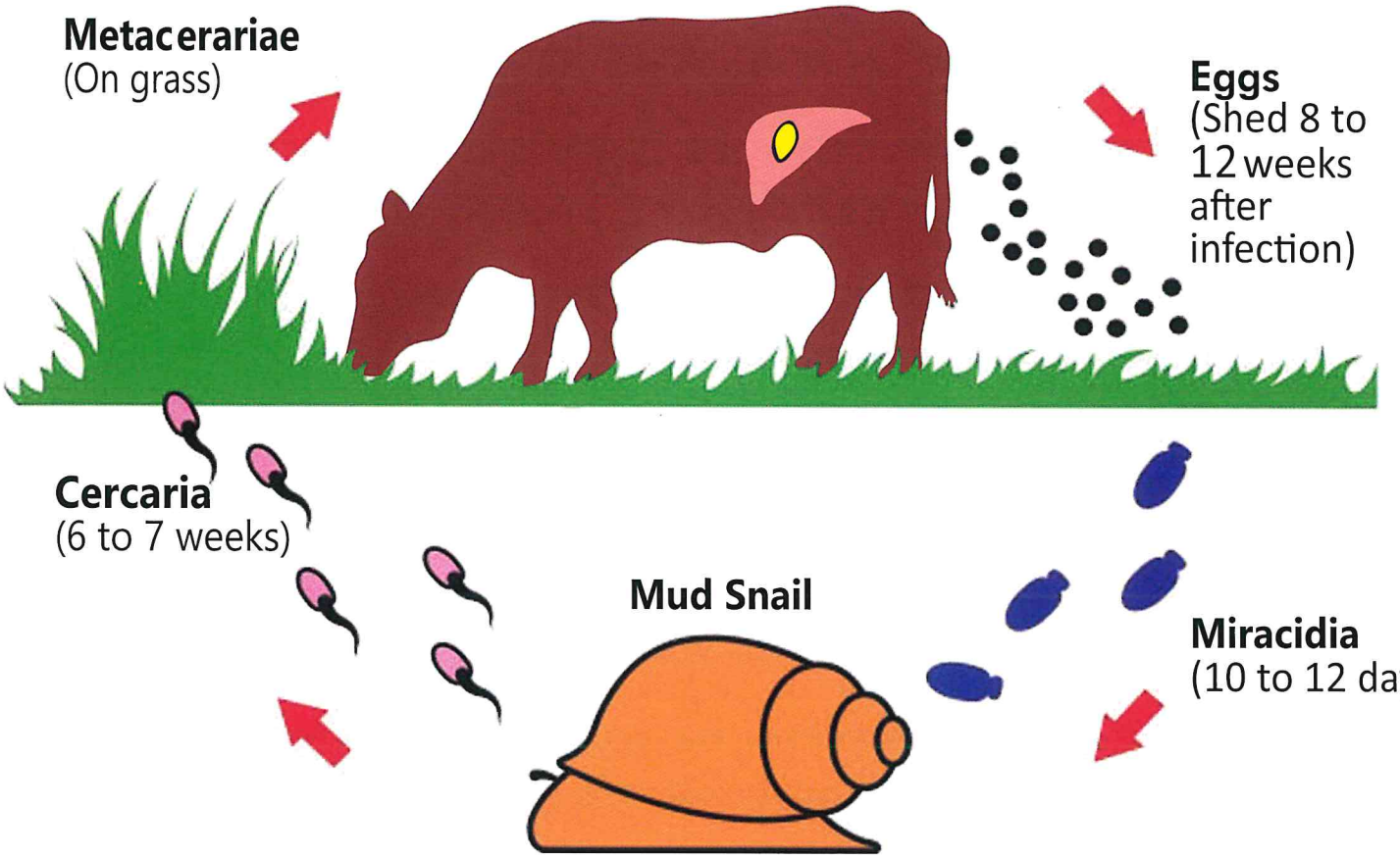

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
www.natpdls.gov.bd

কৃমি দমনে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত কৃমির ঔষধ খাওয়ান

- কৃমি এক প্রকার পরজীবী যা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য প্রাণীর জন্য সর্বদাই ক্ষতিকর
- কৃমি জনিত কারণে প্রতিবছর দেশে প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়
- কৃমি প্রাণী দেহের রক্ত শুষে খায় এবং খাদ্য ও পুষ্টির মধ্যে ভাগ বসায়
- কৃমিতে প্রাণীর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, তখন প্রাণীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে খাবারে পুষ্টিমান বৃদ্ধি করতে হয়, এতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়
- কৃমি প্রতিরোধে গবাদিপশুর বাসস্থান শুষ্ক ও মাটি থেকে উঁচুতে এবং প্রাণীর মল-মূত্র বাসস্থান থেকে দূরে একটি নির্দিষ্ট গর্তে জমা করতে হবে
- ভোর বেলা ও পড়ন্ত বিকালে প্রাণীকে মাঠে চরিয়ে ঘাস খাওয়ানো নিরাপদ নয়, তখন প্রাণী কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে
- ভেটেরিনারি ডাক্তার এর পরামর্শ অনুযায়ী হাঁস-মুরগিকে ২-৩ মাস অন্তর এবং অন্যান্য প্রাণীকে বছরে ৩ বার কৃমিনাশক প্রয়োগ করে কৃমি মুক্ত করতে হবে
- প্রাণীকে কৃমি মুক্ত করার জন্য অবশ্যই সঠিক মাত্রায় কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে, তাহলে কৃমি মুক্ত হবে এবং প্রাণীর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না
- কৃমিনাশক সেবনে লাভের আনুপাতিক হার হবে ১ ঃ ১০, অর্থাৎ কৃমিনাশকের জন্য ১ টাকা ব্যয় করলে দুধ/মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে আয় বাড়ে ১০ টাকা
- টিকার কার্যকারীতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণীকে টিকা প্রদানের ন্যূনতম ৭-১৫ দিন পূর্বে কৃমিনাশক প্রয়োগ করা উত্তম
- প্রাণীকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়ালে প্রাণী কৃমি মুক্ত থাকায় তার দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন ও প্রজনন ক্ষমতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
www.natpdls.gov.bd